ডোভার লেনের বর্ণময় সঙ্গীত সমারোহ

ঐতিহ্যবাহী ডোভার লেন সঙ্গীত সম্মেলনের ৭১তম সম্মেলন হয়ে গেল নজরুল মঞ্চে (২২, ২৩, ২৪, ও ২৫শে জানুয়ারী)। বেনারস ঘরানার 'তবলা-নওয়াজ' কুমার বোস ভূষিত হলেন 'সঙ্গীত-সম্মান' পুরস্কারে। মার্গসঙ্গীতের সফলতম সাংগঠনিক হিসাবে উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের পারম্পরিক অক্ষুণ্ণতায় প্রতিষ্ঠানটি যেভাবে সঙ্গীতের সেবায় নিয়োজিত সেকথা উঠে এল শিল্পীর বক্তব্যে। নবপ্রজন্মের প্রতিভাদের পাদপ্রদীপের আলোয় এনে মঞ্চে সুযোগ দেওয়া এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম অবদান। প্রথম দিন সম্মেলনের দ্বিপ্রাহরিক উদ্বোধনে বেনারস ঘরানার গায়কী অঙ্গের রূপময় চিত্র অঙ্কিত হল ভ্রাতৃদ্বয় সঞ্জীব শঙ্কর ও অশ্বিনী শঙ্করের অসাধারণ চিত্তাকর্ষক সানাইবাদনে যেটি শ্রোতাদের কাছে এক অপূর্ব অভিজ্ঞতা। রাগ শুদ্ধসারংয়ের সুষমাময় চিত্রায়ন হল স্বরবিন্যাসের মাধুর্যে, মীড়-আন্দোলনযুক্ত বাজনার নমনীয়তা, নিখুঁত দ্রুত তানকারী ও 'জরব'-এর কাজ এবং শব্দনিয়ন্ত্রণের কৌশলে। অতীব

শ্রুতিমধুর পরিবেশন বেনারস ঘরানার খাস 'চীজ', মহাদেবপ্রসাদ মিশ্রর রচনা ভৈরবী ঠুমরি। সঙ্গতে সুবিখ্যাত তবলা শিল্পী তন্ময় বোস ছিলেন সংযত ও স্থানবিশেষে দেখিয়েছেন সৌকর্যময় উৎকৃষ্ট 'বাজ'-এর ঝলক। লগ্নী অংশে তিনি ছিলেন অপূর্ব। ডুক্করে আনন্দশঙ্করও দেখিয়েছেন দক্ষতা। এদিনের আরেক চমক ছিল এপ্রজন্মের প্রতিভাময়ী 'সরোদ সিস্টার্স' ত্রৈলী ও মৈশিলী

দত্ত। কমল মল্লিক ও পরে পার্থসারথির সুতালিমে সেনিয়া মাইহার শৈলীতে তিলোককামাদ ও চারুকেশী বন্দীশে এদের পরিবেশন ছিল আত্মবিশ্বাসী ও আকর্ষণীয়। নমনীয়, সুনিয়ন্ত্রিত, ওজনদার, অনায়াস স্ট্রোকের মিষ্টত্বে তিলককামোদের আলাপ-জোড় এবং বৈচিত্র্যময় বোল-বাণী প্রশংসনীয়। যুগ্ম ঝালায় লক্ষণীয় গতি ও নৈপুণ্য। সঙ্গতে ছিলেন নবপ্রজন্মের নক্ষত্র ওজাস আধিয়া। ঝালায় আনন্দদায়ক তিন শিল্পীর 'সওয়াল-জবাব'। পার্থসারথির কম্পোজিশনে লালিত্যময় চারুকেশী বন্দীশে নজর কাড়ে ত্রৈলীর গায়কী-অঙ্গ স্বরন্যিাসে ঘসীট ও স্ট্রোকের কৌশল। ওড়িশী নৃত্যের অবিসংবাদী 'নৃত্য-চূড়ামণি' সুজাতা মহাপাত্র ও সম্প্রদায়ের চমৎকার পরিবেশন বিষ্ণু বন্দনায় মঙ্গলাচরণ, পল্লবী, সূর্পনখা, মোক্ষ। দক্ষ সহ শিল্পীদের পদচারণা ও মুদ্রাভঙ্গিতে পারস্পরিক সমন্বয়সাধন প্রশংসনীয়। 'সূর্পনখা' নৃত্যাঙ্গে নৃত্যের সঙ্গে সুজাতার আত্মিক সম্পর্ক বিচ্ছুরিত তাঁর অসাধারণ অভ্যিবক্তিতে। তাপস দাসের পাখোয়াজ সহযোগিতায় ডাগর ঘরানার তালিমে ধ্রুপদ পরিবেশন করলেন বর্তমান প্রজন্মের শিল্পী পেলবা নায়েক। তাঁর পরিবেশন মূলতানী রাগে আলাপ, পারম্পরিক ধমার ও হিন্দোলে চৌতাল বন্দীশ। সুতালিমপ্রাপ্ত শিল্পীর প্রচেষ্টা ছিল ঘরানার বৈশিষ্ট্যগুলি তুলে ধরার। আগামী দিনে শিল্পীকে আরও উদাও ও পরিপূর্ণভাবে পাওয়ার আশা রইল। রামপুর-সহস্ওয়ান ঘরানার ধারক রাশিদ খান বিখ্যাত তাঁর গায়কী, জটিল ছন্দবিন্যাস ও তানকারীর জন্য। রাগ বেহাগে ত্রিসপ্তকে বড়হত্, শব্দেক্ষপণের বিশেষ কৌশল, সরগম, নিজস্ব শৈলীতে তানকারী ইত্যাদি সবই ছিল পরিবেশনে। এরপর শোনালেন দেশ রাগে একটি বন্দীশ ও অনুষ্ঠান শেষ করেন সাহানা বন্দীশে। পিতাকে যথার্থ সহযোগিতা করেন পুত্র আরমান খান। যন্ত্রানুসঙ্গে যথাযথ ছিলেন বিনয় মিশ্র (হারমোনিয়ম), ওজাস আধিয়া (তবলা) ও সাবির খান (সারেঙ্গী)।

দ্বিতীয় দিনের উদ্বোধনে পাওয়া গেল আগ্রা থেকে আগত, বেনারস ও গোয়ালিয়র ঘরানায় দীক্ষিত রীতা দেবকে। রাগ বাগেশ্রীতে ছিল ধীরগতির বড়হত। সুরেলা কণ্ঠে বেনারস শৈলীতে বন্দীশের কহন নিয়ে আলাপ ও গায়নবিন্যাসে প্রচেষ্টা ছিল রাগের মাধুর্য বিকাশনের। তানকারীতে উৎকর্ষতা ছিল লক্ষণীয়। পরবর্তী মাজ-খাম্বাজ ঠুমরিতে ছিল খানদানী গায়ন শৈলী এবং শেষে দাদরা পরিবেশনে আসর জমিয়ে গেলেন। বয়সকে হার মানিয়ে কিংবদন্তীর বংশীবাদক হরিপ্রসাদ চৌরাসিয়া, সুতালিমপ্রাপ্ত দুই শিষ্যা বৈষ্ণবী যোশী ও দেবপ্রিয়া রাণাদিভেকে নিয়ে সৌন্দর্যময় করে তুললেন ভূপালীর আলাপ ও দুটি বন্দীশ। তাঁর বাদনকৌশল নিয়ে নতুন করে বলা বাতুলতা। সওয়াল-জবাব অংশটিতে দেখালেন কেন তিনি আজও

বংশীবাদনে একচ্ছত্র সম্রাট। পরবর্তী ধুনে দুই শিষ্যার সহযোগিতা উল্লেখযোগ্য। শেষে কীর্তনাঙ্গের ধুনটিতে হৃদয় ভরালেন শ্রোতাদের। এদিন শ্রোতাদের কাছে এক অসাধারণ অভিজ্ঞতা ওয়াসিম আহ্‌মেদ খানের অতি উৎকৃষ্ট মানের, চিত্তাকর্ষক যোগ ও গারা কানাড়া। ভরাট, উদাও সুরময় কণ্ঠে – প্রথমে নিবেদিত আগ্রা ঘরানার ধ্রুপদী 'নোম-তোম' আলাপের বিশেষত্ব। যোগের বড়হতে ঘরানার শৈলীর বৈচিত্র্যময় 'বহলওয়া', বিভিন্ন ধরণের 'পুকার', উচ্চমানের বোল-বাট, তানকারীর নৈপুণ্য এবং দ্রুত বন্দীশে তানের বাহারে নিজেকে উজাড় করে দিয়েছেন শিল্পী। পরবর্তী পরিবেশন, আগ্রা ঘরানার 'খাস চীজ' গারা কানাড়ার বন্দীশে দুটি গান্ধার ও নিখাদ স্পর্শের মিঠাসে মুগ্ধ করলেন শ্রোতাদের। গীতা চন্দ্রন ও সম্প্রদায়ের ভরতনাট্যম পরিবেশন শুরু আলারিপু (পদ্মের প্রস্‌ফুটন) দিয়ে। শিল্পীর একক নৃত্য 'ডান্স অফ শিবা'-র পর ছিল নৃত্যবিন্যাস 'গ্রহভেদা' এবং কৃতি (যমুনাকল্যাণী)। শেষ পর্বে ছন্দ ও আনন্দের নৃত্য 'তিল্লানা' (হিন্দোলম্‌)। সুকণ্ঠী জনপ্রিয় শিল্পী পরভীন সুলতানা পরিবেশনে সর্বদা বজায় রেখে এসেছেন স্বতন্ত্রতা ও গায়ন শৈলীর বিশেষত্ব। এদিকও তাঁর স্বভাবসিদ্ধ গায়নকৌশলে শোনালেন গুর্জরী টোড়ী, বসন্ত ও শেষে বরাবরের মত ভৈরবী বন্দীশ 'ভবানী দয়ানি'। প্রথম দুটি রাগ পরিবেশনে ছিল পাতিয়ালা শৈলীতে সরগম ও তানবৈচিত্র্য। এদিনের শেষ শিল্পী ইমদাদখানি ঘরানার শাহিদ পরভেজ সেতারে তাঁর অনন্যসাধারণ গায়কী-অঙ্গ স্ট্রোকের মিষ্টত্বে ও অসামান্য বাদননৈপুণ্যে অতীব মনোগ্রাহী করে তুললেন আহির ভৈরব ও ভৈরবী।

চমৎকার বোলবাণী মীড়-আন্দোলনের সৌন্দর্যে রাগ দুটির লালিত্য ভোরের আবেশে আনে এক অন্য আমেজ।

তৃতীয় দিন শ্রোতাদের অন্যতম পাওনা নতুন প্রজন্মের গায়িকা শুভ্রা গুহর প্রতিভাময়ী শিষ্যা সাবিনা মুমতাজ ইস্‌লাম। প্রথমে আগ্রা শৈলীতে সুন্দর পরিবেশন নন্দ যেখানে ছিল যথার্থ স্বরক্ষেপণে গায়ন শৈলীর বিশেষত্ব। পরবর্তী বাহার রাগ ছিল সুপরিবেশিত। কিন্তু সাবিনা আসর মাত করলেন উচ্চ মানের গায়কীতে অধুনা অশ্রুত একটি সুকঠিন টপ্পায়। গায়কী ও দানাকাজে দেখালেন গুণগত যোগ্যতা। অনুষ্ঠান অন্ত হয় হোলী দাদরায়। শিল্পীর সঙ্গে খুবই সুন্দর সহযোগিতা করেছেন অশোক মুখার্জী (তবলা) ও রূপশ্রী ভটাচার্য (হারমোনিয়ম)। নরেন্দ্রনাথ ধরের সরোদবাদন ছিল সেনিয়া শাহ্‌জাহানপুর ঘরানার প্রথানুযায়ী।

রাগ কৌশিক কানাড়ার আলাপ-জোড় এবং বন্দীশে ঘরানার বিশুদ্ধস্বাদ নিয়ে রবাব অঙ্গের বাদন শৈলীতে শিল্পীর পরিবেশন ছিল পরিচ্ছন্ন ও পরিশীলিত। শেষে কাফিতে চাঁচর তালে শোনালেন বিন্দাদীন মহারাজের ঠুম্‌রি। জয়পুর ঘরানায় সাবেরি মিশ্রর কথক মুগ্ধ করল শ্রোতাদের। তিনতালে প্রথাগত উপজ-ঠাট-উঠান-তোড়া-টুকড়া ইত্যাদির পরে ভাও অংশে শিবপরণ উল্লেখযোগ্য। নতুনত্ব ছিল বিনা যন্ত্রানুসঙ্গে ৯ মাত্রার বোলে নৃত্যবিন্যাস। গৎনিকাস ও পায়ের কাজ বোঝায় শিল্পীর জাত। এদিনের বিশাল আকর্ষণ ছিল কুমার বোস (তবলা), গিরিধর উডুপা (ঘটম) এবং কে.ইউ. জয়চন্দ্ররাওয়ের (মৃদঙ্গ) সম্মিলিত তালবাদ্য। কুমার বোসের সৃষ্ট তালবিন্যাসে নবকলেবরে তিনটি বাদ্যযন্ত্রে পর পর এসেছে সওয়াল জবারের পালা।

শিল্পীদের অসামান্য বাদন শৈলীতে এই বিন্যাসের শেষও সওয়াল জবাবেই। পরিবেশন শেষ হয় ‘তানবর্তনম’-এর বৈশিষ্ট্যে। বিভাস সাংঘাই (তবলা) ও গৌরব চট্টোপাধ্যায়ের (হারমোনিয়ম) সুসহযোগিতায় মঞ্জুষা পাতিল গোয়ালিয়র ঘরানার বৈশিষ্ট্য ও তানকারীর দক্ষতা প্রদর্শনে শোনালেন ললিত। পরের পরিবেশন ভজন ও শেষ করেন বিখ্যাত মারাঠি নাট্যসঙ্গীত (শ্রীরঙ্গা কমলাকান্তা) দিয়ে। অসাধারণ বেহালা শিল্পী এন. রাজম ‘মাহির’ গায়কী-অঙ্গ সৌকর্যে ছড়ের টানের মিষ্টত্বে।রাগ বৈরাগীর লালিত্যময় আওচারে করলেন ভোরের সূচনা। চমৎকার বোলবার্ণী, তানবিন্যাসের পর শোনালেন বিখ্যাত ভজন ‘পায়োজী ম্যায়নে’ এবং শেষ পর্বে ভৈরবীতে সুষমাময় নিবেদন পণ্ডিত ওঙ্কারনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত রচনা ‘যোগী মত যা’।

শেষ দিন প্রথম পর্বের শ্রোতাদের বিমুগ্ধ করে রাখলেন বর্তমানে অদ্বিতীয় গীটার শিল্পী

দেবাশিস ভট্টাচার্য ও লক্ষ্ণৌ ঘরানার কিংবদন্তীর তবলা শিল্পী স্বপন চৌধুরী। পুত্র সূর্যদীপ্তর সুসহযোগিতায় দেবাশিস নিবেদন করলেন স্বরক্ষেপণের কৌশলে, স্বরবিন্যাসের সৌন্দর্যে, অনন্য বাদন শৈলীতে বেহাগের এক অতি লাবণ্যময় রূপ। অতি পরিষ্কার দ্রুত তানকারীর বৈচিত্র্য, ও ঝালার নৈপুণ্য অনবদ্য। শেষে মাধুর্যময় করে তুললেন কিরওয়ানির বন্দীশ। সমান ওজন ও সাম্যতায় প্রবীণ তবলা শিল্পীর স্ট্রোকের অনায়াস ক্ষিপ্রতা ছিল অপ্রতিম। শ্রোতারা বহুদিন মনে রাখবেন এই অনুষ্ঠানটি। প্রীতি প্যাটেল ও অঞ্জিকার মণিপুরী নৃত্যাংশে ছিল – অনন্ত শক্তি, রাসলীলা। ঐতিহ্যবাহী নৃত্যবিন্যাসে নর্তকদের লাঠিচালনা, বাদ্যযন্ত্র সহ নৃত্যাংশে

কোরিওগ্রাফির নতুনত্ব ও ‘মার্শাল আর্ট’ কোরিওগ্রাফি উল্লেখযোগ্য। এই প্রজন্মের প্রতিভাবান তবলা শিল্পী শুভ জ্যোতি গুহর চমৎকার তবলা সঙ্গতের সঙ্গে ইমদাদখানি ঘরানার সেতার শিল্পী নিশাত খান উপহার দিলেন দরবারী কানাড়ার এক হৃদয়গ্রাহী পরিবেশন। ওজনদার, গাম্ভীর্যময় স্ট্রোকের মিষ্টত্বে,গায়কী অঙ্গের মীড়-আন্দোলন-মুড়কির কাজে স্বরবিন্যাসের কারুকাজ সুরের মোচড়ে যেন হৃদয়ে আঘাত করে রাগের লালিত্যময় কারুণ্য নিয়ে। চমৎকার আলাপ-জোড়ের পর অবর্ণণীয় ঝালায় দেখান বাদন শৈলীর নৈপুণ্য। পরবর্তী দেশ রাগে রূপময় হয়ে ওঠে আকুলতাপূর্ণ বোলবাণী এবং তানকারী ছিল রাগের চরিত্র অনুযায়ী। সৌন্দর্যময় ঝালার সঙ্গে শুভজ্যোতির ‘বাজ’-এর পারদর্শিতা আনন্দ দিয়েছে শ্রোতাদের। প্রথিতযশা তবলা শিল্পী সমর সাহা এবং প্রদীপ পালিতকে (হারমোনিয়ম) নিয়ে আগ্রা-গোয়ালিয়র ঘরানার অভিজ্ঞ কণ্ঠ শিল্পী সুভদা পারদকরের খানদানী শৈলীর পরিবেশন ঝিঁঝোটি এবং বসন্ত রাগে বন্দীশ। ঘরানার বৈশিষ্ট্য প্রকাশিত প্রতিটি পরিবেশনে। বাঁশীতে রনু মজুমদারের সময়োপযোগী পরিবেশন মঙ্গলভৈরেব ও ভাটিয়ালী। দুর্গা ও ভৈরবের সংমিশ্রণে সৃষ্ট হয়েছে মঙ্গলভৈরব। যথার্থভাবে দুটি রাগের পৃথক রূপ পরিবেশন ও মিশ্রিত স্বরবিন্যাসের রূপ দেখালেন শিল্পী। ভাটিয়ালির স্বরবিন্যাসেও ছিল মাধুর্য। অতি উৎকৃষ্ট, মনোগ্রাহী, বিশুদ্ধ এক পরিবেশনে শ্রোতাদের মন ভরালেন জয়পুর-আগ্রা-গোয়ালিয়র ঘরানাসিদ্ধ উলহাস কাশলকর। তাঁর স্বরবিন্যাস ও নিরুপম বোলবাট–তানকারী সমৃদ্ধ মিঞা কি টোড়ী, বসন্ত-পঞ্চম ও ললিত-পঞ্চমের পরিবেশন ছিল সৌকর্যময়। তাঁর কাছে সর্বদা শোনা যায় স্বল্পশ্রুত কিছু রাগ ও বন্দীশ। উষার লালিমার সঙ্গে বসন্ত-পঞ্চম ও ললিত পঞ্চমের লালিত্য মিলিয়ে দিলেন শিল্পী।

প্রথম দিন উদ্বোধনে বক্তব্য রাখেন মাননীয় মেয়র ফিরহাদ হাকিম, মেয়র পারিষদ দেবাশিস কুমার, বিধায়ক সৌরভ বসু; সুপর্ননন্দ মহারাজ, সঞ্জয় বুধিয়া, শুভ্র চন্দ্র, প্রদীপ্ত সেন প্রভতি। এঁরা প্রত্যেকেই উল্লেখ করেন সঙ্গীতের প্রচারে প্রতিষ্ঠানটির অবদান ও সাংগঠনিকদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কথা। বিশেষভাবে উল্লিখিত হলেন বাপ্পা সেন ও অভিজিৎ মজুমদার। প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানের আয়েজিত সঙ্গীত ও নৃত্যের নানান ক্ষেত্রে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে মূল্যায়ন করা হয় আগামী দিনের প্রতিভাদের। সফল প্রতিযোগিদের দেওয়া হল স্মারক ও অর্থমূল্যের পুরস্কার।

অনুরাধা সান্যাল